লোকপ্রশাসন সাময়িকী
সপ্তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ১৯৯৬, আশ্বিন ১৪০৩

বাঙলা উচ্চারণ রীতি ঃ 'অন্ত্য–অ'এর প্রমিত উচ্চারণ

আ.ক.ম.মাহবুবুজ্জামান*

১.০ ভূমিকা

১.১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদেশিদেরকে বাঙলাভাষা শেখাতে গিয়ে অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করেন যে, বাঙলা ভাষা বানান অনুযায়ী উচ্চারিত হয় না। যেমন, 'কোন্ ও কোনো' এবং 'মত্ ও মতো' শব্দগুলো বাঙলা ভাষায় 'কোন' ও 'মত' এভাবে লেখা হয়। এতে বিদেশিরা বানান শিখেও সঠিক উচ্চারণ করতে সক্ষম হয়না। তিনি আরও আবিস্কার করেন যে, 'কষ্ট' ও 'ব্যস্ত' শব্দদ্বয়ের 'স'এর উচ্চারণে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। এ পার্থক্য বোঝার ও বোঝাবার উপায় খুঁজতে তিনি হিমশিম খান।

১.২ বাঙলা ভাষায় প্রমিত উচ্চারণ যথেষ্ট আয়াসলব্ধ বিষয়। প্রতিটি শব্দের আদ্য, মধ্য ও অন্ত্যবর্ণে কীরূপ উচ্চারণ করলে তা প্রমিত হবে, সেটি জেনে বহুদিন তা আত্মস্থ করতে হয়। এ প্রবন্ধে বাঙলা ভাষার অ–কারযুক্ত অন্ত্যবর্ণের উচ্চারণ নিয়েই কেবল আলোচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। অন্ত্যবর্ণ যুক্তাক্ষর বা সমাসবদ্ধ হলে তার উচ্চারণ ভিন্নতর হবে, যা এ প্রবন্ধের পরিধিভুক্ত নয়।

২.০ ব্যঞ্জন বর্ণে 'অ' এর অবস্থান

বাঙলা ব্যাকরণে ব্যঞ্জনবর্ণকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলা হয়ে থাকে যে, "যে বর্ণ স্বরধ্বনির সাহায্য ব্যতীত উচ্চারিত হতে পারে না, অথবা স্বরধ্বনিকে আশ্রয় করে উচ্চারিত হয়, তাকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলে।" অর্থাৎ আমরা যখন 'ক' নামক ব্যঞ্জনবর্ণটি উচ্চারণ করি, তখন অজান্তে 'অ'স্বরবর্ণটি যুক্ত হয়ে যায়। ফলে ক+অ=ক, খ+অ=খ, চ+অ =চ, ন+অ=ন, ইত্যাদি উচ্চারণে 'অ' বর্ণের সাহায্য নিতে হয়। এভাবে প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে 'অ' অদৃশ্যমান ভাবে যুক্ত থাকে, এবং এরূপ 'অ' কে 'ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত–অ' বা 'ব্যঞ্জনে যুক্ত–অ' বলে। ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে "অ–কার ব্যঞ্জনবর্ণের গায়ে নিলীন থাকে।"

---

* উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক–প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

৩.০ অন্ত্য–অ এর উচ্চারণ

৩.১ যখন দুই বা ততোধিক বর্ণ দ্বারা একটি শব্দ গঠিত হয় এবং শেষ বর্ণটি অ–কার যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ হয়; তখন শেষ বর্ণটির উচ্চারণ দু'প্রকারের হয়ে থাকে। যেমন ঃ

	শব্দ	উচ্চারণ	বৈশিষ্ট্য
ক)	আম	আম্	অন্ত্য–অ' এর উচ্চারণ বর্জিত
খ)	আহত	আহতো	অন্ত–অ' এর উচ্চারণ সংযুক্ত

৩.২ এখানে উল্লেখ্য, 'অ'এর উচ্চারণ বাঙলাভাষায় দু'প্রকারের। একটি 'অ'এর নিজস্বরূপে,যাকে ব্যাকরণের ভাষায় বলা হয় 'অর্ধ–বিবৃত স্বরধ্বনি', যেমনঃ 'অমানুষ' শব্দের আদ্যাক্ষরের 'অ'এর উচ্চারণ। অন্যটি 'ও' এর মত, যাকে ব্যাকরণের ভাষায় বলা হয় 'অর্ধ'–সংবৃত স্বরধ্বনি' যেমনঃ 'অতি(ওতি)' শব্দের আদ্যাক্ষরে 'অ'এর উচ্চারণ। শব্দের অন্ত্যবর্ণে যখন ব্যঞ্জনে যুক্ত –অ থাকে এবং অ–এর উচ্চারণ সংযুক্ত বা প্রকাশিত হয়, তখন তা 'ও' এর মত (অর্ধ–সংবৃত স্বরধ্বনি) হয়ে থাকে।

৩.৩ এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোন্ শব্দের 'অ–কার' যুক্ত অন্ত্য বা শেষ বর্ণের উচ্চারণে অ–কার সংযুক্ত হবে, আর কোন্ শব্দে বর্জিত হবে? এর সমাধান বেশ কঠিন। কেননা, কতিপয় সূত্র বা বিধি দিয়ে এটি সার্বিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়না। প্রধান সূত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

৪.০ অন্ত্য–অ এর উচ্চারণ সূত্র

৪.১ অন্ত্য–অ বর্জিত উচ্চারণ সূত্র ঃ

সাধারণত একাক্ষর বা একমাত্রাবিশিষ্ট (monosyllebic) শব্দের 'অন্ত্য–অ' এর উচ্চারণ বর্জিত হয়, তাই অন্ত্য বর্ণটি হসন্ত বর্ণরূপে বিবেচিত হয়ে থাকে। যেমনঃ নাক (নাক্), কান (কান্), ঠিক (ঠিক্), মন (মোন্), ধন (ধন্), মাল (মাল্), রাজ (রাজ্), ভূত (ভূত্), কুল (কুল্), বেত (বেত্), চোখ (চোখ্), ইত্যাদি।

৪.২ কোন প্রকার সূত্র ছাড়াই অনেক শব্দের 'অন্ত্য–অ' এর উচ্চারণ বর্জিত বা হস্‌যুক্ত (হসন্তবর্ণ) হয়ে থাকে। যেমনঃ এখন (এ্যাখোন্), যতন (যতোন্), পাদপ (পাদোপ্), মলিন (মোলিন্), দিবস (দিবোস্), অকারণ (অকারোন্), বিলক্ষণ (বিলক্‌খোণ্), অনিল (অনিল্), লোকনাথ (লোক্‌নাথ্), করুণ (কোরুণ্), নির্মল (নির্‌মল্), প্রান্তিক (প্রাণ্‌তিক্), ভোজন (ভোজোন্) ইত্যাদি। বাঙলা ভাষায় অধিকাংশ শব্দেরই বলতে গেলে 'অন্ত্য–অ' এর উচ্চারণ বর্জিত বা হস্‌যুক্ত হয়ে থাকে। ফলে সাধারণের ধারণা এরূপ যে, অন্ত্য–অ এর উচ্চারণ নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে, ওটা ব্যঞ্জণবর্ণের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও উচ্চারণ করার প্রয়োজন নেই। সুতরাং অন্ত্য–অ উহ্য রেখে যে কোন শব্দের উচ্চারণ

করা যাবে, এবং প্রায়শ অনেকেই তা করে থাকেন। গোলামালটা বাধে ঠিক এখানেই। কারণ, এমন অনেক শব্দ আছে, যার অন্ত্য-অ এর উচ্চারণ সংযুক্ত না করা হলে কেবল প্রমিত উচ্চারণ বিধি লংঘিত হবে তাই নয়, বরং শব্দের অর্থও পাল্টে যেতে পারে। সেজন্য যে সব শব্দের অন্ত্য-অ উচ্চারিত হবে, তার সূত্রগুলো জেনে নেয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

৫.০ অন্ত্য—অ সংযুক্ত উচ্চারণ সূত্র ঃ

৫.১ বাঙলা ভাষায় বেশ কিছু শব্দ আছে যা একই বানানে বিশেষ্য এবং বিশেষণ পদে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ্যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্ত্য-অ উচ্চারিত হবে না, কিন্তু বিশেষণে ব্যবহার করতে হলে অন্ত্য-অ এর উচ্চারণ সংযুক্ত করতে হবে। যেমন ঃ

বিশেষ্য পদ			বিশেষণ পদ		
শব্দ	অর্থ	উচ্চারণ	শব্দ	অর্থ	উচ্চারণ
কাল	(সময়)	কাল্	কাল	(রঙ)	কালো
ভাল	(কপাল)	ভাল্	ভাল	(শুভ)	ভালো
খাট	(শয়নাধার)	খাট্	খাট	(বেঁটে)	খাটো
জাত	(বংশ)	জাত্	জাত	(উৎপন্ন)	জাতো
গীত	(গানবিশেষ)	গীত্	গীত	(গাওয়া হয়)	গীতো
পতিত	(কোন কাজে না লাগানো)	পতিত্	পতিত	(উপর থেকে পড়া)	পতিতো

৫.২ দ্বিরুক্ত শব্দাবলীর অন্ত্য-অ এর উচ্চারণ ভীষণ ঝামেলাপূর্ণ। কোথাও ও-কাররূপে, আবার কোথাও হসন্তরূপে ও-কার ছাড়া উচ্চারিত হয়। যেমন ঃ

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
ঢল-ঢল	(ঢলো-ঢলো)	কাঁদ-কাঁদ	(কাঁদো-কাঁদো)
পড়-পড়	(পড়ো-পড়ো)	মর-মর	(মরো-মরো)
ছল-ছল	(ছলো-ছলো)	কল-কল	(কলো-কলো)
ছাড়-ছাড়	(ছাড়ো-ছাড়ো)	ধর-ধর	(ধরো-ধরো)
আধ-আধ	(আধো-আধো)	ঘন-ঘন	(ঘনো-ঘনো)
ভাল-ভাল	(ভালো-ভালো)	কত-কত	(কতো-কতো)
বড়-বড়	(বড়ো-বড়ো)	বাধ-বাধ	(বাধো-বাধো)

ব্যতিক্রমঃ (নিম্নবর্ণিত শব্দাবলীতে হস্ চিহ্ন থাকেনা, কিন্তু উচ্চারণে সর্বদাই 'অ' বর্জিত হয়।)

গড়্–গড়্	ঝর্–ঝর্	সড়্–সড়্	চড়্–চড়্
ফিক্–ফিক্	ঝির্–ঝির্	সুড়্–সুড়্	মড়্–মড়্
কর্–কর্	টিপ্–টিপ্	টিপ্–টিপ্	শন্–শন্
বন্–বন্	কুল্–কুল্	চিক্–চিক্	চক্–চক্
দর্–দর্	টিক্–টিক্	ঘিন্–ঘিন্	দুম্–দুম্
পট্–পট্	ম্যাজ্–ম্যাজ্	ঘর্–ঘর্	পর্–পর্

৫.৩ 'আন' প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দাবলীর 'অন্ত্য–অ' উচ্চারিত হবে। যেমনঃ জানান (জানানো), পড়ান (পড়ানো), সাঁতরান (সাঁতরানো), করান (করানো), নাচান (নাচানো) ইত্যাদি। 'আন' প্রত্যয়যুক্ত শব্দের অন্ত্য–অ এর উচ্চারণে প্রায়শ জনসাধারণ ভুল করে বলে পশ্চিবঙ্গের অনেক পণ্ডিত ও লেখক 'ও–কার' যোগে অন্ত্যবর্ণ লেখার প্রচলন ঘটিয়েছেন। বাংলাদেশের লেখকদের মধ্যেও অনেকে অন্ত্যবর্ণে 'ও–কার' ব্যবহার করে অন্ত্য–অ এর উচ্চারণ নিশ্চিত করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার সমিতি (১৯৩৬) এসব 'আন' প্রত্যয়ান্ত শব্দে 'ও–কার' যোগকরণ বিধেয় বলে মত প্রকাশ করেছিলেন, যা সর্বত্র পালিত হয়না।

৫.৪ ক্রিয়াপদের সাধুরূপ শব্দ যদি ইল, ইব, ইত, ইতেছ, ইয়াছ, ইতেছিল, ইয়াছিল প্রভৃতি প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাহলে সেগুলোর অন্ত্য–অ 'ও–কার' রূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যেমনঃ 'সে খেলা করিল' এ বাক্যে 'করিল' শব্দের অন্ত্য–অ 'ও–কার' রূপে উচ্চারিত (কোরিলো)। এরূপ সাধু শব্দ যখন চলিতের রূপ ধারণ করে, তখন তা করল, করত, করব, হত, চলল, করছ, ধরছিল, ধরেছ, করেছিল ইত্যাদি রূপে লিখিত হয়। অবশ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার সমিতির সুপারিশ মতে চলিত রূপের ওইসব শব্দের প্রথম বর্ণের পরে একটি উর্ধ্ব কমা (') প্রদানের নিয়ম ছিল। সুনীতিকুমার সহ অন্যান্য বৈয়াকরণবৃন্দ তা অনুসরণ করেছেন। বর্তমানে এই উর্ধ্বকমা প্রদানের প্রচলন প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছে। বাংলা একাডেমীর সংক্ষিপ্ত বাংলা বানান অভিধানে উর্ধ্বকমা এসব ক্ষেত্রে প্রদত্ত হয়নি। ফলে 'চলল' (চোল্‌লো) ক্রিয়া পদটিকে কেউ যদি 'চলোল্' পড়ে কিংবা 'হল' (হোলো) ক্রিয়া পদকে কেউ 'হল্' উচ্চারণ করলে বাধা দেবার উপায় খুঁজে পাওয়া যায় না।

যাহোক, সাধু থেকে চলিতে রূপান্তরিত ক্রিয়া পদগুলোর অন্ত্যবর্ণে 'ও–কার' দিয়ে উচ্চারণ করতে হবে, এটাই নিয়ম। অবশ্য বর্তমানে অনেক লেখক চলিত ক্রিয়া পদের

অন্ত্যবর্ণে 'ও–কার' দিয়ে লিখছেন, এবং কালক্রমে এটি প্রাধান্য পাবে বলে অনুমিত হচ্ছে।

৫.৫ কোন শব্দের (বিশেষ্য, ক্রিয়া বা অন্যান্য যে কোন পদ) শেষে যদি 'ইত' বা 'ত' থাকে তাহলে অন্ত্য–অ 'ও–কার' রূপে উচ্চারিত হবে। যেমনঃ চলিত (চোলিতো), রত (রতো), শানিত (শানিতো), আহত (আহতো), মৃত (মৃতো), পঠিত (পোঠিতো), ব্যাহত (ব্যাহোতো), শত (শতো), বিকৃত (বি–কৃতো)।

এছাড়া যে সব শব্দের অন্ত্যে 'তঃ' (ত+বিসর্গ) ছিল কিন্তু 'বিসর্গ' বর্জন করে লেখার নিয়ম ইদানীং প্রচলিত হয়েছে, সেগুলোর অন্ত্য–অ 'ও–কার' রূপে উচ্চারিত হবে। যেমনঃ করতঃ–– করত (করোতো), সাধারণতঃ––সাধারণত (সাধারোণ্‌তো), ইত্যাদি।

৫.৬ কোন বিশেষ্য পদের শেষ বর্ণ 'হ' হলে সেই 'হ' কে 'ও–কার' দিয়ে উচ্চারণ করতে হবে। যেমন ঃ বিবাহ (বিবাহো), মোহ (মোহো), বরাহ (বরাহো), অহরহ (অহোরহো), ইত্যাদি। (ব্যতিক্রমঃ আল্লাহ্‌, শাহ্‌ ইত্যাদি বিদেশি শব্দাবলী)।

৫.৭ কোন বিশেষণ পদের শেষ বর্ণ 'ঢ়' হলে তাকে 'ও–কার' দিয়ে উচ্চারণ করতে হবে। যেমনঃ গূঢ় (গূঢ়ো), নিগূঢ় (নিগূঢ়ো), গাঢ়(গাঢ়ো), রূঢ় (রূঢ়ো), প্রগাঢ় (প্রগাঢ়ো), মূঢ় (মূঢ়ো), দৃঢ় (দৃঢ়ো) ইত্যাদি।

৫.৮ কোন শব্দের শেষে যদি 'জ' থাকে এবং 'জ' এর অর্থ যদি 'জাত' বা 'উৎপন্ন' বুঝায়, তাহলে সেই 'জ' কে 'ও–কার' দিয়ে উচ্চারণ করতে হবে। বাঙ্গালী সমাজে এ উচ্চারণটি প্রায়শ ভুল করতে দেখা যায়, তাই সাবধানতা অবলম্বন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। যেমনঃ অগ্রজ (অগ্রোজো), অনুজ (ওনুজো), বনজ (বোনোজো), জলজ (জলোজো), দেশজ (দেশোজো), খনিজ (খোনিজো), ভেষজ (ভেষোজো), ইত্যাদি।

৫.৯ ই–কার ও এ–কার যদি পূর্ব বর্ণে থাকে এবং অন্ত্যবর্ণ যদি 'য়' (অন্ত্যস্থ–য়) হয়, তাহলে সেই 'য়'এর উচ্চারণ 'ও–কার'যুক্ত হবে। যেমন, প্রিয় (প্রিয়ো), দেয় (দেয়ো), বিধেয় (বিধেয়ো), শ্রেয় (শ্রেয়ো), অনুমেয় (ওনুমেয়ো), শ্রদ্ধেয় (শ্রোদ্‌ধেয়ো), অনুষ্ঠেয় (ওনুষ্ঠেয়ো), পাথেয় (পাথেয়ো), ইত্যাদি।

৫.১০ অন্ত্যবর্ণের পূর্বে যদি ঐ, ঔ, অনুস্বার (ং), বিসর্গ (ঃ) এবং 'ঋ' থাকে, তাহলে অন্ত্যবর্ণ 'ও–কার' ধারণ করবে। যেমনঃ তৈল (তোইলো), শৈল (শোইলো), গৌণ (গোউণো), সৌধ (সৌউধো), মৌন (মৌউনো), বংশ (বংশো), হংস (হংসো), কংস (কংসো), বিংশ (বিংশো), দুঃখ (দুক্‌খো), কৃশ (কৃশো), বৃষ (বৃষো), তৃণ (তৃণো), ঘৃত (ঘৃতো), ইত্যাদি।

৫.১১ কিছু কিছু শব্দের শেষ বর্ণে 'ধ' থাকলে ও–কার দিয়ে উচ্চারণ করতে হয়। যেমনঃ বিবিধ (বিবিধো), বহুবিধ (বোহুবিধো), উভয়বিধ (উভয়বিধো), নানাবিধ (নানাবিধো) ইত্যাদি।

কিন্তু বাঁধ, সাধ, বিরোধ, বধ, প্রভৃতি শব্দের অন্ত্য–অ উচ্চারিত হবেনা।

৫.১২ যে সব শব্দের অন্ত্যে তর, তম, তন প্রত্যয় যুক্ত হয়ে শব্দ গঠিত হয়, সেগুলোর অন্ত্য–অ 'ও–কার' রূপে উচ্চারিত হবে। যেমনঃ ঊর্ধ্বতন (ঊর্ধোতনো), উচ্চতর (উচ্চোতরো), নিম্নতম (নিম্নোতমো)।

৫.১৩ শব্দের অন্ত্যবর্ণে যদি ক্ষ (ক+ষ), য–ফলা, ও রেফ থাকে, অথবা যদি অন্ত্যবর্ণটি যুক্ত বর্ণ হয়, তাহলে স্বাভাবিক নিয়মেই অন্ত্যবর্ণে 'ও–কার' যোগ করে উচ্চারণ করতে হয়। যেমনঃ অদ্য (ওদ্‌দো), গদ্য (গোদ্‌দো), অসভ্য (অসোব্‌ভো), পূর্ব (পূর্‌বো), পূর্ণ (পূর্‌ণো), শান্ত (শান্‌তো), অন্ন (অন্‌নো), ক্লান্ত (ক্লান্‌তো), শক্ত (শক্‌তো), মোক্ষ (মোক্‌খো), বক্ষ বোক্‌খো), ইত্যাদি।

৫.১৪ অন্ত্যবর্ণের পূর্ব বর্ণে যদি রেফ থাকে তাহলে অন্ত্যবর্ণের উচ্চারণ হস্ যুক্ত হয়। যেমন: অর্পণ্, কর্কশ্, দর্শন্, সর্দার্ ইত্যাদি। কিন্তু ব্যতিক্রমী শব্দ 'কর্মঠ' (করমোঠো), 'গর্হিত' (গোর্‌হিতো)।

৬.০ উপসংহার

৬.১ ১৯৩৬ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার সমিতি কর্তৃক গ্রহীত সুপারিশের পরে ৬০ বছর পেরিয়ে গেছে। বাঙলা বানানোর ক্ষেত্রে পশ্চিম বঙ্গ ও বাংলাদেশে বেশ কিছু সংস্কারও সাধিত হয়েছে। কিন্তু আজও বাঙলা শব্দের বানান উচ্চারণগ হয়নি। তাই আমরা প্রতিনিয়ত বিবিধ্, বনোজ্, উচ্চোতর্, কৃশ্, মূঢ়, বিধেয়্, জানান্, তৈল্, সৌধ্, কর্মঠ্ ইত্যাদি উচ্চারণ করি এবং শুনে থাকি। এতে প্রমিত উচ্চারণ ব্যাহত হচ্ছে।

৬.২ এরূপ বিচ্যুতি দূর করার জন্য বৈয়াকরণবৃন্দ যদি অন্ত্য–বর্ণের বানান সংস্কারে উদ্যোগী হন, তাহলে প্রভূত উপকার সাধিত হয়। যেখানে অন্ত্য–অ 'ও–কার' রূপে উচ্চারিত হবে, সেখানে 'ও–কার' দিয়ে লেখার বিধান চালু করলেই সমস্যাটি আর থাকেনা। তখন আমরা 'কাল্ ও কালো', 'মত্ ও মতো', 'মার–মার্ ও মারো–মারো' প্রভৃতি শব্দের গোলক ধাঁধাঁয় না পড়ে প্রকৃত ও প্রমিত উচ্চারণ সহজেই করতে সক্ষম হবো।

গ্রন্থপঞ্জি

১। চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, সম্পাঃ (১৯৯৩) *"বাংলাঃ কী লিখবেন, কেন লিখবেন"* কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

২। চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার (১৩৯৬) *'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ'* কলকাতাঃ রূপা এ্যান্ড কোম্পানী।

৩। চৌধুরী, জামিল (১৯৯৩). *'বানান ও উচ্চারণ'* ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী।

৪। ডঃ চৌধুরী, আবুল কাশেম (১৯৮৫) *'উচ্চতর ব্যবহারিক ভাষা ও রচনা'* ঢাকাঃ তরুণ লাইব্রেরী।

৫। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমী (১৯৮৬) *'প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা'* কলকাতা।

৬। বিশ্বাস, নরেন (১৯৯০) *'বাঙলা উচ্চারণ অভিধান'* ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী।

৭। রহিম, আব্দুর (১৩৮২) *'সোনার বাঙলা অভিধান'* ঢাকাঃ ন্যাশন্যাল পাবলিশার্স।

৮। লাহিড়ী, শিবপ্রসন্ন ও অন্যান্য, সম্পাঃ (১৯৮৮) *'বাংলাভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ'* ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী।